রাজানক কুন্তকাচার্য্যের

বক্রোক্তিজীবিত

[মূল, বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃতব্যাখ্যা ও টিপ্পনী-সমেত]

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. গোল্ডমেডালিষ্ট
ঈশান স্কলার, পি. এইচ্, ডি, সংস্কৃত বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

• প্রকাশক ঃ
দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

© প্রকাশক

• প্রথম সংস্করণ ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৯৩
• দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৪০৭
• তৃতীয় সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৪১৫ (ইং জানিয়ারি, ২০০৯)
• চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৪২০

পুনর্মুদ্রণ-২০১৬

• মুদ্রক ঃ
ওরিয়েন্ট প্রেস,
কলকাতা-৬

নিবেদন

সে আজ প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। প্রখ্যাত ধ্বন্যালোক গ্রন্থের মূল ও অভিনবগুপ্তের লোচনটীকার বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত ও পণ্ডিতবর কালীপদ ভট্টাচার্য্য বের করেছেন। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। সংস্কৃত অলংঙ্কার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা বাংলা হরফে পেয়ে বাংলাভাষী জনসাধারণ মহাখুশী। সে সময় থেকেই সাহিত্যরস-পিপাসু বাংলাভাষী অপর এক সুপ্রসিদ্ধ মহাগ্রন্থ কুন্তকাচার্য্যের বক্রোক্তিজীবিতের বঙ্গানুবাদ ও আলোচনার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েন। কুন্তকাচার্য্য প্রকৃত সাহিত্যসহৃদয়, সুললিত তাঁর কারিকা শ্লোক, তাঁর গদ্যরচিত বৃত্তিও অতীব প্রাঞ্জল; কিন্তু জায়গায় জায়গায় কোন কোন গদ্যপঙ্‌ক্তি এত বিরাট যে তার যথাযথ অনুবাদ সত্যই দুরূহ। আমার ইচ্ছা হল বক্রোক্তিজীবিত নিয়ে বাঙ্‌লায় কিছু লেখালেখি করি। বঙ্গানুবাদ যথাযথ ও প্রাঞ্জল করাটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমার অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলাম। স্নাতকোত্তর শ্রেণী থেকে পি. এইচ্. ডি. গবেষণা সব বিষয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছেন। অধ্যয়নে এ বয়সেও প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ছাত্রের মনোবাসনাকে পূরণ করতে তিনি রাজী হলেন। রাত্রিদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমার সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলাকে মার্জিত করে দিলেন। তাঁর এরূপ অকৃপণ ও উদার সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে বক্রোক্তিজীবিতের বঙ্গানুবাদ বের করা কখনই সম্ভব হত না। আজীবন সাহিত্যসেবী ও প্রখ্যাত সমালোচক ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে বক্রোক্তি-জীবিতের বিষয়ে বলার সাথে সাথে উনি বইয়ের ভূমিকা ও অনুবাদের নমুনা দেখতে চাইলেন। সব কিছু দেখে তিনি ভূমিকা লিখতে রাজী হলেন। তাঁর এই ভূমিকা আমার এ প্রচেষ্টাকে নিশ্চয় গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর কাছে আমি অশেষ ঋণ স্বীকার করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা প্রবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কৃত বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅমলচন্দ এ বইয়ের

প্রকাশনার ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দান করতে সুপারিশ করেছিলেন। তাঁদের সুপারিশ বিবেচনা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের সত্ত্বাধিকারী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে এ-বই প্রকাশনে রাজী হন। এজন্য তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। সাহিত্যরসপিপাসু জনসাধারণকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দিতে পারলে আমার বর্তমান এ প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব।

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৯২